রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস ''রোকেয়া হল''

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি

মেয়েদের হল থেকে ভেসে আসা গান

।। মুকুল রায় ।।

প্রতিটি মনের ভেতরেই আসলে বোধহয় এক ধরনের উদাসীনতা কাজ করে যায়। আবহাওয়ার সাথে, পরিবেশের সাথে সে মন হয়ে যায় এক একটা বিবাগী বাউল। ছোট, বড়, যুবক, কিশোর, বৃদ্ধ কিংবা ছেলে অথবা মেয়ে কোন প্রভেদ বোধ হয় থাকে না এ অনুভূতির কাছে। ''এবং যেহেতু মানুষ, মানুষ ছাড়া, অন্য কিছু নয়।'' তাই বোধহয় সকলেই মাঝে মাঝে হেরে যায় প্রকৃতির কাছে, মনের কাছে এবং পরিবেশের বৈপরীত্যের কাছে।

শরকার আতা সরকারের সাথে সেদিন বিকেল বেলা গেলাম হাসান স্যারের (সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক) বাসায়। গল্পে গল্পে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। যখন স্যারের বাসা থেকে বেরোলাম—তখন অন্ধকার নেমে এসেছে চতুর্দিকে। আবছা অন্ধকারে কাকের চোখের মত মায়াময় হয়ে উঠেছে পরিবেশ। আতা ভাই বললেন—''চলেন, একটু ঘুরেই যাই রোকেয়া হল হয়ে।'' সাথে দীপক দা। তিনিও ওদিকেই ভোট দিলেন—''চলেন''। কি আর করি। আমিও বললাম—''তথাস্তু''। রাস্তায় জ্বলে থাকা বালবের আলো এবং গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সে আলোর লুকোচুরি আনমনে লক্ষ্য করছিলাম আর গল্প করতে করতে এসে পড়লাম রোকেয়া হলের উত্তর দিকে পুকুরের কাছে। ওখানে এসেই শোনা গেল হঠাৎ মেয়ের কণ্ঠে গান। আশ্চর্য ব্যাপার তো! মেয়েরা আবার রাতে গানও গায় নাকি? কাছাকাছি এসে বোঝা গেল, সামনের দিকের ছাদের উপর থেকে ভেসে আসছে গানের কলি—মিতালী মুখার্জীর গান—''এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই – – –।'' অন্ধকারেও বোঝা গেল বেশ কয়েকজন মেয়ে দাড়িয়ে আছেন ব্যালকনিতে ঝুকে। আর একজন গেয়ে যাচ্ছেন। তার আবেগ এবং অনুভূতি মিশিয়ে মায়াময় পরিবেশে কান্নার মত ঝরে পড়ছে সে সুর চতুর্দিকে। কোন রকম শব্দ না করে গল্পগুজব বন্ধ করে হেটে গেলাম আমরা। আহা, কী তম্ময় হয়ে পরিবেশ ভুলে (পাশেই কিন্তু স্যারদের কোয়াটার) গান গেয়ে যাচ্ছেন বেচারী। কি জানি, যদি বুঝতে পারেন যে, নীচের রাস্তা দিয়ে কয়েকজন যুবক যাচ্ছেন তবে হয়ত লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে খালি গলায় গেয়ে যাওয়া সে মাধুর্যময় গান বন্ধ করে দেবেন। রস তো তাহলে ভঙ্গ হয়ে যাবে ওদের। আমরা তাদের রস-ভঙ্গের কারণ হতে যাব কেন? তম্ময় হয়ে আছেন ওরা। থাক না তাই।

সুতরাং কোন কথা না বলে হাঁটিতে হাঁটিতে হল পার হয়ে মন্নুজানের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলাম আমরা। আমাদের পেছন দিক থেকে পিঠের উপর বিদ্ধ হতে থাকলো সে সন্ধ্যার অজানা সে গায়িকার বিষন্ন হাহাকার—''সময় বুঝি বদলে গেছে, বদলে গেছে ঋণ। কেউ আমারে চায় না দিতে একটু সময় ঋণ – – –'' হাঁটিতে হাঁটিতেই আতা ভাই হঠাৎ থেমে জিজ্ঞেস করলেন—''মুকুলদা, আপনার কি জরুরী কোন কাজ আছে?'' বললাম,—''কেন?'' উনি বললেন না, জানতে চাচ্ছি আপনার হাতে সময় আছে কিনা।'' ব্যাপার কিছু না বুঝে বললাম—''সে রকম জরুরী কাজ যেহেতু নেই, সেহেতু হাতে সময় আছে বলা চলে। কিন্তু কেন বলুন তো?'' আমাকে রোকেয়া হলের দিকে ঠেলতে ঠেলতে আতা ভাই বললেন—যান না ভাই বেচারীকে একটু সময় ঋণ দিয়ে আসুন—। হো হো করে হেসে উঠলাম আমি ও দীপকদা। সে হাসিতে যোগ দিলেন আতা ভাই'ও।

আহা বেচারী! তার একান্ত আপনার জন্য আপন মনে গেয়ে যাওয়া গান আমরা শুনে ফেললাম। তিনি জানতেও পারলেন না। তার সে গানের সাক্ষী থাকলাম আমরা তিনজন এবং কালো হয়ে আসা অন্ধকার, রাস্তায় টিমটিম করে জ্বলে থাকা ল্যাম্পপোষ্টের বাল্ব ও উদাস হয়ে বয়ে যাওয়া রাতের বাতাস।